দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 JUL 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

017

শিক্ষাঙ্গন

শিশুকুঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্যা

শিশুকুঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়টি ঝিনাইদহ জেলায় অবস্থিত। ১৯৬৮ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। জেলার যে কয়টি ভাল স্কুল আছে শিশুকুঞ্জ তার মধ্যে অন্যতম। প্রতিবছর ১০/১২ জন বা তারও বেশী জুনিয়র বৃত্তি পেয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিবছর ২-৩ জন ক্যাডেট কলেজ পরীক্ষায়ও পাস করে থাকে। এসএসসি'র ফলাফলও জন্মলগ্ন থেকেই মোটামুটি সন্তোষজনক। ইতিপূর্বে শতকরা ১০০% জন পাস করার নজিরও রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে নানান সমস্যার বেড়াজালে আটকে পড়ে বিদ্যালয়টি আস্তে আস্তে তার লক্ষ্য হতে দূরে চলে যাচ্ছে।

১৮ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট এই বিদ্যালয়টির প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক। সরকারী অনুদান ব্যতীত আর্থিক উপার্জনের একমাত্র পথ ছাত্রবেতন। দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকাংশই পূর্ণ বেতন দিতে অক্ষম বিধায় তারা বিনা বেতনে কিংবা অর্ধ-বেতনে লেখাপড়া করে থাকে। ফলে বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞান শিক্ষা অনিবার্য। কিন্তু বিদ্যালয়ের নামেমাত্র বিজ্ঞানাগারে পর্যাপ্ত পরিমাণে যন্ত্রপাতির অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা সুষ্ঠভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

এই স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মুসলমান। শিক্ষকদের বেশীর ভাগ মুসলমান। কিন্তু বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় কোন মসজিদ না থাকায় ছাত্রদেরকে ক্যাডেট কলেজের অতিথিশালার সামনে ঘাসের উপর নামাজ পড়তে হয়। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিদ্যালয় বরাবরই ভাল করে আসছে। স্কুলের নিজস্ব মাঠ না থাকায় ক্যাডেট কলেজের মাঠে ধর্না দিয়ে ছাত্রদের খেলাধুলা করতে হয়। এছাড়া স্কুলে প্রয়োজনীয় খেলার সরঞ্জামও নেই। প্রতি বছর উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে খেলাধুলায় ছাত্ররা ভাল ফলাফল প্রদর্শন করে আসছে। তবে অর্থনৈতিক সহায়তা ও স্কুলের নিজস্ব মাঠ পেলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে।

স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই বহুদূর থেকে আসে। ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে হেঁটে আসতে হয়। এমতাবস্থায় এখানে একটি বাস-স্টপেজ নির্দিষ্ট করে দিলে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয়। সবশেষে যে সমস্যার কথা উল্লেখ করতে হয়, তাহলো আসবাবপত্রের অভাব। প্রয়োজনীয় বেঞ্চ-এর অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের এক বেঞ্চে ৭-৮ জন করে বসে ক্লাস করতে হয়। উপসংহারে বলা যায়, উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান হলে এই জেলায় এটি একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হতে পারে।

—মোঃ শামছুল আলম